কবিতার জন্ম

পড়ার ঘরে বসে শুধু
ভাবছি মনে মনে
কি লেখা যায় এ বছরে
স্কুলের ম্যাগাজিনে॥

সমস্যাটা অবশেষে
মিটে গেল তখন,
ছোট্ট করে কবিতাটা
লিখে ফেললাম যখন॥

তোমরা আমার কবিতা পড়ে
দিওনা গাল-মন্দ,
এ যে আমার নিজের লেখা
নিজেরই দেওয়া ছন্দ॥

সৃন্জিনী দেবনাথ
দ্বিতীয় শ্রেণী

আশ্বিনের রাত

সূর্যাস্ত হইয়াছে,
রাত আসিয়াছে।
তারার আলো চমকে দিল,
ছেলেরা হতাশ ছিল।
কোকিলের ডাক শুনলাম,
সব কথা ভুললাম।
বায়ু দূর থেকে উপস্থিত হয়,
নদীর স্রোতে জল বয়ে যায়।
এই দৃশ্য আছে কি হেথায়,
আমার মন বলে নেইকো কোথাও।

নাভিদ ফারুক
চতুর্থ শ্রেণী

বসন্তের ঝলক

বসন্তের ঝলক,
উৎসবের পলক।
এলো শান্তিনিকেতনে বসন্ত,
দেখা গেল দুরের দিগন্ত।
বসন্তের ঝলক,
উৎসবের পলক।

নাচ গান করিল,
এ কি চমৎকার বলিল।
ফুল ফুটিল,
মৌমাছি ছুটিল।
বসন্তের ঝলক,
উৎসবের পলক।

নাভিদ ফারুক
চতুর্থ শ্রেণী

অরণ্য

অরণ্য মানে সবুজ গাছপালার সমাবেশ। নানা ধরনের গাছ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে নানা ধরনের পাখিও দেখতে পাওয়া যায়। কত রকমের সুরে তারা গান গায়। গভীর অরন্যে ঘন গাছের সমাবেশ, সুর্যের আলো প্রায় আসেই না। এখানে ঘুরে বেড়ায় নানা রকমের হিংস্র জন্তু জানোয়ার যেমন বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার, ভাল্লুক। এখানে একে অন্যের পরিপূরক। এখানে বাতাস স্নিগ্ধ, দূষণ নেই বললেই চলে। অরণ্যের রূপ সময়ে সময়ে বদলায়। রাতে আরেক রহস্যময় সৌন্দর্য্য।

মান্জিমা
পঞ্চম শ্রেণী

পাখি

কলকাতায় অনেক পাখি দেখা যায়। রোজ কত পাখি দেখি, যখন আমি জানালা থেকে মুখ বের করি। পায়রা, কাক, চড়াই পাখি আরও কত কি পাখি দেখি। চড়াই পাখিরা যখন আমার জানালাতে এসে বসে, তখন আমার দেখতে ভালো লাগে। আমার কাককে খাবার দিতে ভালো লাগে। কিন্তু কাক আমার হাতে ঠোকর মারে। আমার মা বলে যে এক শালিক দেখলে বাজে হয়, আর দুই শালিক দেখলে ভালো হয়। আমি মাঝে মাঝে একটা শালিক দেখি। পায়রা যখন খায় তখন তাদের কি দেখতে ভালো লাগে। আমার অনেক সময় পাখিদের মত উড়তে ইচ্ছা করে। আকাশে ডানা মেলে উড়তে ইচ্ছা করে।

আদিরা
ষষ্ঠ শ্রেণী

লেক

আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড় লেক আছে। লেকটার নাম রবীন্দ্রসরোবর। আমাদের নয়তলার জানালা দিয়ে লেকটা খুব সুন্দর দেখায়। গরম কালে লেকের জলের উপর সুর্যের আলো ঝকমক করে। সেটা উপর থেকে খুব সুন্দর দেখায়। সুর্যাস্তের সময় আকাশে আর লেকের জলে লাল, গোলাপী এবং কমলা রং ছড়িয়ে পড়ে।

বর্ষাকালে যখন আকাশে ঘন মেঘ করে তখন সরোবরের জলটাও কালো দেখায়। আমাদের লেকটার পাশে আরো একটা লেক আছে। লেকদুটো গাছ দিয়ে আলাদা করা। বাড়ির ঠিক সামনের লেকটায় তিনটে ছোট ছোট দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি সবুজ গাছে ভরা। গাছগুলির মধ্যে নানান রকমের পাখির বাসা বানিয়েছে পাখিরা।

রাষ্ট্রি
ষষ্ঠ শ্রেণী

The Cambridge School

UNIVERSITY of CAMBRIDGE International Examinations

CAMBRIDGE INTERNATIONAL CENTRE

আমার ছেলেবেলার স্মৃতি

"পুরানো সেই দিনের কথা, ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রানের কথা, সে কি ভোলা যায়।" কবির এই গানের কথাগুলি প্রত্যেকের জীবনেই সত্য। ছোটবেলার স্মৃতি কোনদিনই ভোলা যায় না, কারণ জীবনের শুরুতে যা কিছু আমরা শিখি, যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটে, সব যেন মনের গভীরে সিন্দুকে জমা হয়ে থাকে। যত বড় হই, ছোটবেলার ঘটনাগুলি আরও গভীরে তলিয়ে যায় কারণ নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় মনের খাতা ভরে উঠতে থাকে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে ছোটবেলার স্মৃতি কখনই হারায় না, বৃদ্ধ বয়সে অফুরন্ত অবসরে সেই পুরনো স্মৃতিগুলি আবার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

আমারছেলেবেলার স্মৃতি আমার বিশেষ সম্পদ। যখন আমি প্রথম বুঝতে শিখলাম তখন আমরা বিদেশে কারণ আমার বাবা ডাক্তার হিসেবে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। আমার প্রথম লেখাপড়া শুরু হয় ইংল্যান্ডের Hereford -এ। খুব সুন্দর সাজানো শহরের মাঝখানে আমার স্কুল ছিল। নার্সারিতে পড়াশুনা হালকা থাকায় আমরা স্কুলের বড় মাঠে slide, swing -এ খুব মজা করতাম। ওখানে আমরা দশ বছর কাটিয়েছি এবং ওই দশ বছর আমরা অনেক জায়গায় থেকেছি যেমন Coventry, Carlisle, Whitehaven, Cheltenham, Colchester এবং Truro। Cornwall - এর Truro -তে থাকার সময় গ্রীষ্মকালে আমরা প্রায়ই আটলান্টিক-এ স্নান করতাম যা আজও আমার কাছে স্মৃতিমধুর।ওখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল যাদের মধ্যে Sam এবং Josh - কে আমি খুব মিস করি।

ওখানে থাকতে থাকতে ওই দেশটাকে আমি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম এবং Cheltenham শহরটি আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন আমি ইন্ডিয়াতে এবং আমার দেশকেও আমি যথেষ্ট ভালবাসি।

প্রমীত গোস্বামী
দশম শ্রেণী

মৃত্যু কামনা

অন্ধ আক্রোশে নিজেকে ধ্বংশ করতে চেয়েছি বার বার,
অসফল প্রচেষ্টার ওপর চেষ্টা করেছি আবার,
রক্তে আপ্লুত হয়ে অবলুপ্ত করতে চেয়েছি দুঃখ...
পেতে চেয়েছি নিস্তার, এই বাঁচা বাঁচা খেলা বড়ই রুক্ষ।

ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে কতবার যে মেঝেতে পড়েছি লুটিয়ে
এই সোনার খাঁচার প্রাণ-পক্ষিকে কত দিয়েছি মৃত্যুযাতনা ফুটিয়ে।
কত চেয়েছি ভিক্ষা এই মৃত্যুর কাছে আমি...
তবু আসেনি সে, কে জানে - কেন তার সময় এত দামী!!

রাতের গহনে, মনের মাতনে আজও সে লুকিয়ে আছে,
বহুদূরে চলে গিয়েও এখনো হৃদয়ের ধারে-কাছে।
একবার চেয়েছিলাম প্রাণ-ভিক্ষা মৃত্যুর কাছে জন্যে তার
তবু সে নিয়ে গেল তাকে, তোলপাড় করে জীবন আমার!

আজ সেই মৃত্যুর কাছেই মৃত্যুকামনা করে চলেছি রোজ,
কি মৃত্যু যে সে রাখেই না তার কোনো খোঁজ।
দিনের আলোয় রাতের আঁধারে করে চলেছি আঘাত...
ঘাতকিনী আমি নিজেই নিজের - রোজই করি রক্তপাত॥

শৈবলিনী ভট্টাচার্য্য

AS Humanities